তারিখ ... 20 APR 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৬ ...

কালের কণ্ঠ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যান্টিন

বেশি দাম দিয়ে নিম্নমানের খাবার খাচ্ছে শিক্ষার্থীরা

জহিরুল ইসলাম ▷

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যান্টিনে বেশি দাম দিয়ে নিম্নমানের খাবার খাচ্ছে শিক্ষার্থীরা। এ ছাড়া রয়েছে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, রান্না করা খাবারে দুর্গন্ধ, অপর্যাপ্ত বসার জায়গাসহ নানা সমস্যায় ক্যান্টিনটি ভুগছে। এতে শিক্ষার্থীরা ক্ষোভ প্রকাশ করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করেছে।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, সবজি খিচুড়ি ২০ টাকা, ডিম/মাংস খিচুড়ি ৩২ টাকা, মোরগ পোলাও ৪০ টাকা, নাশতার মাঝে পরোটা চার টাকা, ডিম ভাজা ১৫ টাকা, সবজি/হালুয়া আট টাকা, শিঙাড়া তিন টাকা, পুরি পাঁচ টাকা, চা চার টাকা, কপি ১৫ টাকা, কোক ১০ টাকা, সবজি রোল ১০ টাকা দামে বিক্রি হচ্ছে।

কয়েক মাস আগেও মোরগ পোলাও ৩৫ টাকা, পরোটা তিন টাকা, ডিম ভাজা ১০ টাকা, পুরি তিন টাকা, সবজি/হালুয়া সাত টাকা, চা তিন টাকা, রোল আট টাকা দামে বিক্রি হতো। শিক্ষার্থীদের দাবি, দাম বাড়লেও বাড়েনি খাবারের ন্যূনতম মান।

এ বিষয়ে নৃবিজ্ঞান বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী মাহমুদা নূর চৌধুরী বলেন, 'আমি মেসে থাকি, সকালে রান্না না থাকলে প্রায়ই ক্যান্টিনে এসে একপ্রকার বাধ্য হয়ে খেতে হয়। কিন্তু পরিবেশ একেবারেই অপরিচ্ছন্ন। যেমন— প্লেটগুলো ঠিকমতো ধোয়া হয় না, যেভাবে পারে সেভাবেই চামচ থেকে শুরু করে সব আমাদের দেয়া হয়। আর দাম বাড়লেও মান বাড়েনি মোটেও।'

আহসান আদম রাজা নামে এক শিক্ষার্থী বলেন, 'খিচুড়িতে হলুদ বেশি দেওয়া হয়, এত পরিমাণে দেওয়া হয়, যা খাওয়ার উপযোগী নয়। এ ছাড়া সকালের পরোটায় অতিরিক্ত পোড়া তেল দেওয়ার কারণে পেটে সমস্যা হয়। আমি যখন প্রথম বর্ষে ভর্তি হই তখন এখানকার খাবার খেয়ে চার দিন আইসিইউতে থাকতে হয়েছে।' ক্যান্টিনের বর্তমানে দায়িত্বে থাকা মো. আমজাদ হোসেন বলেন, 'ক্যান্টিন পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করি। হলুদ, মরিচ বা অন্য কোনো মসলা বেশি পড়লে আমাদের ক্ষতি হয়। ভুলে হয়তো পড়তে পারে।' তিনি বলেন, 'ভালো খাওয়ানোর চেষ্টা করি, তবে বাধার কারণে পারি না। প্রতিদিন সকালে নাশতা এবং দুপুরে খাওয়ার জন্য দুই থেকে আড়াই হাজার শিক্ষার্থী আসে। এত শিক্ষার্থীর রান্নার জন্য যে পরিমাণ জায়গা প্রয়োজন তা নেই।

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী নাজনীন নাহার বলেন, 'অনেক দিন হয়েছে এই ক্যান্টিনে খেতে আসি না। সব সময় শিক্ষকদের ক্যান্টিনেই খেতাম কিন্তু গত কয়েক দিন বন্ধ রয়েছে সেটিও। এখানে খিচুড়িতে মাংসের কথা বলে অল্প একটু দিচ্ছে। তার ওপর চালেও দুর্গন্ধ, যা খাওয়ার মতো না।' শিক্ষার্থী চয়ন কুমার বসাক বলেন, 'এখানে যে খাবার পাওয়া যায় তা খেয়ে লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি। খেলে পেট পুড়ায়। তার চেয়ে ডাল-ভাতের ব্যবস্থা করলেও একটু নিশ্চিন্তে খেতে পারি।'

ছাত্র কল্যাণের পরিচালক সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম এই বিষয়ে বলেন, 'চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি মান ভালোর জন্য। অনেক অনুরোধ করে 'ফাও' খাওয়া বন্ধ করিয়েছি। বর্তমান পরিস্থিতির জন্য ক্যান্টিনের পরিচালকের পরিচালনায় দুর্বলতার রয়েছে। তাই সমস্যাগুলো কাটিয়ে ওঠা যাচ্ছে না। মান ঠিক করতে চেষ্টা থাকবে, তবে দাম কমানো সম্ভব হবে না।'

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালযের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান বলেন, ক্যান্টিন সম্পর্কে নতুন কোনো খবর নেই, আমি কিছু বলব না। ইতিমধ্যে একটি কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে, যার (ছাত্রকল্যাণ) উপদেষ্টা বিষয়টি দেখবে। উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালযে মোট তিনটি ক্যান্টিন রয়েছে, যার মধ্যে অবকাশ ভবনের ক্যান্টিনটি. প্রতিষ্ঠাকালীন আর কলা অনুষদে রয়েছে রেভেনাস প্লাস ও বিজনেস স্টাডিজ ভবনে শিক্ষক লাউঞ্জের সামনে অবস্থিত টিচার্স ক্যাফে বন্ধ রয়েছে ১৫ দিন যাবৎ।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং..........
তারিখ..........
সিস্টেম এনালিষ্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর